علمائے دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج

উলামায়ে দেওবন্দ

চিন্তা ও আদর্শ

হাকিমুল ইসলাম
কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব رحمه الله

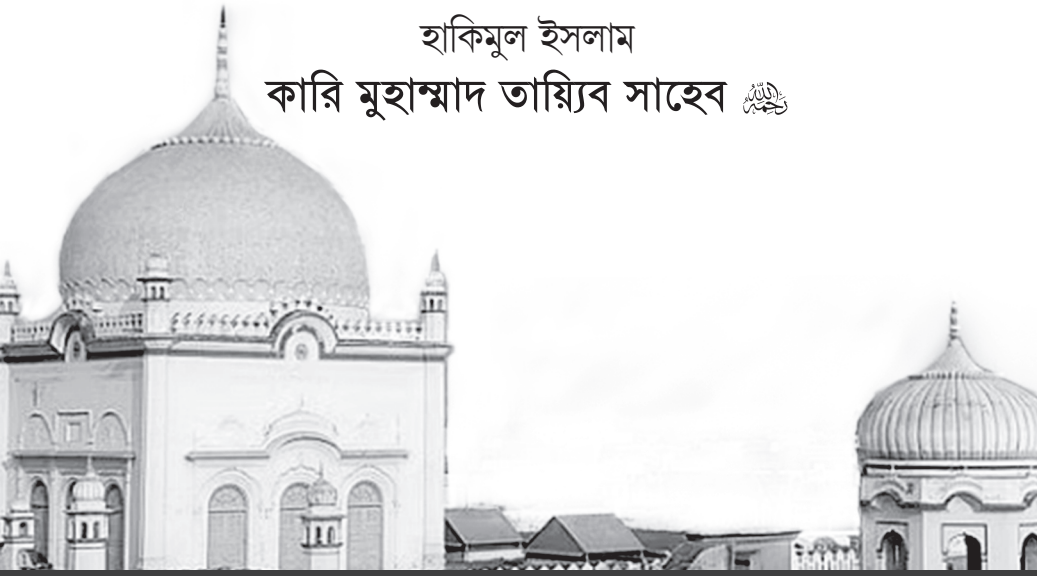

দারুল ফুরকান

علمائے دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج

উলামায়ে দেওবন্দ

চিন্তা ও আদর্শ

হাকিমুল ইসলাম

কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব ﵀

সাবেক মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত।

অনুবাদ

আবদুল ফাত্তাহ বিন ফয়জুল হাসান

সম্পাদনা, তাখরিজ ও তালিক

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি

উস্তাজে হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া উমেদনগর, হবিগঞ্জ।

দারুল ফুরকান

বাংলাবাজার, ঢাকা

সূচীপত্র

অনুবাদকের আরজ	৭
ভূমিকা: শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ	৮
উলামায়ে দেওবন্দ: ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ও মতাদর্শগত বৈশিষ্ট্য	১৭
বক্ষ্যমাণ কিতাব সঙ্কলনের কারণ	১৮
উলামায়ে দেওবন্দ বলতে যা বুঝায়	২০
দেওবন্দি সম্বন্ধের বাস্তবতা	২১
উলামায়ে দেওবন্দ কোনো ফেরকা নয়	২২
এ অঞ্চলে উলামায়ে দেওবন্দই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পতাকাবাহী	২৩
বইটি বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়নি	২৪
সালাফের তালিম-তরবিয়ত	২৫
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত: সর্বাধিক ন্যায়নিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মতাদর্শ	২৬
বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস	২৮
সমন্বয়বিধানে বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তির কারণ	২৯
পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ	৩০
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত: মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও শরয়ি অবস্থান	৩৩

• আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত উপাধির বাস্তবতা	৩৩
কিতাব ও রিজাল: উভয়টির সমন্বয় জরুরি	৩৫
ইলম ও আলেমের মানদণ্ড	৪৫
আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গ ও সাহচর্য জরুরি	৪৯
ভ্রান্ত ও ফেতনাবাজ আলেম থেকে দূরে থাকা উচিত	৫৮
ব্যক্তিত্বের অন্ধ অনুসরণ বর্জনীয়	৬১
সৃষ্টির মাঝে সমতাবিধানই রিসালতের অভীষ্ট	৬৩
মানুষের চার অবস্থা ও পরিণাম	৬৭
নবিজির পরে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি প্রথম স্তরের ভালোবাসা	১০০
সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি	১০৫
উলামায়ে দেওবন্দের ধর্মীয় চিন্তাভাবনা	১২২
• আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে উলামায়ে দেওবন্দের সম্পর্ক	১২২
শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের গুরুত্ব	১২৪
কুরআন-হাদিস উপলব্ধির শুদ্ধ-অশুদ্ধ পদ্ধতির বিবরণ	১৩৫
মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ	১৩৮
• উভয় ভিত্তির বিশদ বিশ্লেষণ ও উদাহরণমূলক প্রকারভেদ	১৩৮
• মতাদর্শগত রুচিবোধ	১৩৮
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাসলাকে দেওবন্দের যোগসূত্র	১৪০
শাস্ত্রীয় ইমামগণের দিকে প্রত্যাবর্তন করা মাসলাকে দেওবন্দের অবিচ্যুত অংশ	১৪৩
মতাদর্শগত ভারসাম্যের কিছু উদাহরণ	১৪৮
• নবিগণের ব্যাপারে অবস্থান	১৪৮
সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম	১৫২
উলামায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে ফুকাহা: উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান	১৬৯
ফিকহ ও ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাপারে অবস্থান	১৭৩
হাদিস ও মুহাদ্দিসিন: উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ	১৭৮
কালাম শাস্ত্র ও মুতাকাল্লিমিন: উলামায়ে দেওবন্দের নীতি	১৮৪
উলামায়ে দেওবন্দ আশায়িরা-মাতুরিদিয়ার সমন্বয়কারী	১৯০
রাজনীতি ও সমাজনীতি	২০৮
সপ্তনীতি	২১৬
• শরিয়তের ইলম বা জ্ঞান	২১৬
আকায়েদ শাস্ত্রে আশআরি পছন্দ মাতুরিদি	২১৮
মাযহাবের অনুসরণ	২১৯
তরিকতের অনুসরণ	২২৩
ভ্রষ্টতা-সংশয়ের মূলোচ্ছেদ	২২৪
সমন্বয়তা ও ঐক্যবদ্ধতা	২২৬
সুন্নাতের অনুসরণ	২২৯
ভিত্তি চতুষ্টয়	২৩১

অনুবাদকের আরজ

বক্ষ্যমাণ কিতাবখানা প্রায় চার বছর আগে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। মূলত কিতাবের ভূমিকায় শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর উক্ত কিতাব অধ্যয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ দেখে তা পড়ার, বুঝার ও সবিশেষ অনুবাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তখনই সিংহভাগের অনুবাদ সম্পন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে নিজের অপারগতা ও সময়স্বল্পতার দরুন এভাবেই পড়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! অবশেষে অনুবাদ সমাপ্ত হল। জানি না এই দুর্বল বান্দা এতে কতটুকু সফল হতে পেরেছি। তবে পাঠক যদি কমপক্ষে মূল কিতাবের মর্ম বুঝতে সক্ষম হন, তবেই নিজেকে সফল মনে করব। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমিও এই নীতির বাইরে নই। তাই অভিজ্ঞ পাঠকমহলের নেক ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করি।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যেন আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পতাকাবাহী উলামায়ে দেওবন্দের নীতি-আদর্শ বুঝে এতে অটল-অবিচল থাকার তাওফিক দান করেন। আমিন।

বান্দা
আবদুল ফাত্তাহ বিন ফয়জুল হাসান
জুমাবার, ১৯ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

ভূমিকা

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা
মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হামদ ও সালাতের পর! উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য মূলত পৃথক কোনো বই সঙ্কলনের তেমন একটা প্রয়োজন ছিল না। কারণ, উলামায়ে দেওবন্দ এমন কোনো ফেরকা বা দল নয় যে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিকির ও আমলের আলাদা কোনো পথ তৈরি করেছেন, বরং দীনে ইসলামের ব্যাখ্যা ও ব্যক্তকরণের জন্য চৌদ্দশ বছর যাবৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে উম্মতের যে মাসলাক ছিল, সেটাই উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক বা মতাদর্শ। দীন ও দীনি শিক্ষার মূল উৎস হল কুরআন-সুন্নাহ। আর কুরআন-সুন্নাহর সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা স্বীয় পরিপূর্ণ রূপ ও পদ্ধতি সমেত উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাকের ভিত্তি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাব হাতে নিয়ে নেবেন, সেখানে যা কিছু লেখা আছে, তাই উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা-বিশ্বাস। হানাফি ফিকহ ও উসুলে ফিকহের যে কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাব মুতালাআ করবেন, সেখানে যেসব ফিকহি মাসায়েল ও উসুল অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তার সবগুলোই উলামায়ে দেওবন্দের ফিকহি মাসলাক। আখলাক ও ইহসানের নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত কোনো কিতাবের শরণাপন্ন হলে সেটাই তাসাউফ ও চরিত্রশুদ্ধির ব্যাপারে উলামায়ে দেওবন্দের উৎস ও উৎপত্তিস্থল।

নবিগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িনে ইজাম থেকে উম্মতের আউলিয়া ও বুজুর্গানে দীন পর্যন্ত যেসব ব্যক্তিত্বের উচ্চমর্যাদা, ইলমি-আমলি উচ্চাসন ও শ্রদ্ধার বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে, সেসব ব্যক্তিবর্গই উলামায়ে দেওবন্দের আদর্শ, নমুনা ও অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ দীনের কোনো অংশ এমন নেই যেখানে ইসলামের প্রসিদ্ধ ও ধারাবাহিক সূত্রে পাওয়া প্রকাশরীতি এবং স্থিরকৃত চেতনা ও রুচিবোধের সাথে উলামায়ে দেওবন্দ সামান্যতম মতবিরোধ রাখেন। সুতরাং তাদের মাসলাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য আলাদা করে কিতাব লেখার প্রয়োজন ছিল না।

তাদের মাসলাক সম্পর্কে জানতে চাইলে তা সবিস্তারে সন্নিবেশিত আছে তাফসিরের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী, হাদিসের স্বীকৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ, ফিকহে হানাফি এবং আকায়েদ-কালাম, তাসাউফ ও আখলাক শাস্ত্রের সেসব কিতাবসমূহে, যেগুলো উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের নিকট নির্ভরযোগ্য ও ভরসাযোগ্য।

কিন্তু এই শেষ জামানায় দু'টি কারণ আত্মপ্রকাশ করায় প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে যে, স্বতন্ত্র সঙ্কলনরূপে উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক ও মাশরাব এবং দীনি মেজায ও রুচিবোধ প্রকাশ করা হোক।

প্রথম কারণ এই যে, ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম। কুরআনে কারিম মুসলিম উম্মাহকে أُمَّةً وَسَطًا বা মধ্যপন্থী উম্মাহ বলে ঘোষণা দিয়েছে যে, এই উম্মতের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল মধ্যপন্থা ও ইতিদাল। আর উলামায়ে দেওবন্দ যেহেতু এই দীনের ধারকবাহক, তাই তাদের চলন-পদ্ধতি, উৎসমূল, চেতনা ও রুচিবোধে এই মধ্যপন্থা স্বভাবত পূর্ণাঙ্গরূপে মিশে আছে।

তাদের পথ শিথিলতা ও অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে এমনভাবে অতিক্রম করে যে, এর আঁচল উক্ত দুই প্রান্তসীমার কোনোটিতেই স্পর্শ করে না। এটি মধ্যপন্থারই বৈশিষ্ট্য যে, অতিরঞ্জনকারী ও শৈথিল্যকারীরা সর্বদা তাদেরকে অভিযুক্ত করে থাকে। অতিরঞ্জনকারীরা তাদের ওপর শিথিলতার অভিযোগ তুলে এবং শৈথিল্যকারীরা অপবাদ ওঠায় অতিরঞ্জনের।

এজন্য উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনকারী দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের পক্ষ থেকে নানারকম প্রোপাগাণ্ডা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উলামায়ে দেওবন্দের ইতিদাল বা মধ্যপন্থার অন্যতম একটি হল, তারা কুরআন-সুন্নাহর

ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন ছাড়াও সালাফে সালেহিনের ওপর ভরসা ও তাদের অনুকরণ সাথে নিয়ে চলেন। তাদের নিকট কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও ব্যক্তকরণে সালাফে সালেহিনের বক্তব্য ও আমল বিশেষ গুরুত্ব রাখে। তাদের ভক্তি ভালোবাসাকেও মাসলাক-মাশরাবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করেন।

কিন্তু অন্যদিকে এই ভক্তি ভালোবাসাকে ইবাদত ও ব্যক্তিপূজা পর্যন্ত নিয়ে যাননি, বরং স্তরবিন্যাসের উসুল সর্বদা তাদের নজরে ছিল। এখন যেসব লোক কুরআন-সুন্নাহর ওপর ঈমান ও আমলের তো দাবিদার, কিন্তু এগুলোর ব্যাখ্যা ও মুখপাত্রে সালাফে সালেহিনের জন্য কোনো বিশেষ স্থান দিতে প্রস্তুত নন, বরং নিজেদের আকল ও ফিকিরকে কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যের জন্য যথেষ্ট মনে করেন, সেসব লোক উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে ব্যক্তিপূজার অভিযোগ করেন যে, তারা নিজেদের আকাবির-আসলাফকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছেন! (নাউজুবিল্লাহ)

অন্যদিকে যারা আসলাফের মহব্বত, আজমত ও ভালোবাসাকে বাস্তবে ব্যক্তিপূজার স্তরে নিয়ে গেছেন, তারা উলামায়ে দেওবন্দের ওপর এই অপবাদ আরোপ করেন যে, তাদের অন্তরে আসলাফের মহব্বত ও আজমত নেই, অথবা তারা ইসলামের ঐসব অমূল্য ব্যক্তিত্বদের সাথে বেয়াদবিতে লিপ্ত! (নাউজুবিল্লাহ)

এই উভয় প্রকারের বিপরীতমুখী প্রোপাগাণ্ডার ফলে বাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবগত ব্যক্তি উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক-মাশরাবের ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝির শিকার হতে পারেন। তাই কিছুদিন যাবৎ এ প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল যে, উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যপন্থী সমৃদ্ধ মতাদর্শকে ইতিবাচক ও সমন্বয়ক পদ্ধতিতে এমনভাবে বর্ণনা করা উচিত যে, একজন অনবগত লোক তাদের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক প্রকৃতপক্ষে চিন্তাচেতনা ও কর্মে ঐ পদ্ধতিরই নাম, যা দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ ও নির্ভরযোগ্য আকাবিরগণ নিজেদের মাশায়েখ থেকে অবিচ্ছিন্নসূত্রে অর্জন করেছিলেন, যার ধারাবাহিকতা সাহাবা-তাবেয়িন হয়ে হজরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়। এটি চেতনা ও বিশ্বাসের এক নির্ভরযোগ্য পন্থা। আমল-আখলাকের এক প্রবাদতুল্য শৃঙ্খলা। ভারসাম্যপূর্ণ একটি চেতনা ও রুচিবোধ।

আর এটি শুধু কিতাব পড়ে কিংবা সনদ অর্জন করে নয়, বরং এই মেজাযে রঙিন উলামায়ে কেরামের সুহবত দ্বারা ঠিক ঐভাবে অর্জিত হতে পারে যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম দু'জাহানের সরদার হজরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেয়িন এবং তাবেয়িন থেকে তাদের শাগরিদগণ অর্জন করেছিলেন।

অন্যদিকে "দারুল উলুম দেওবন্দ" যার দিকে সাধারণত এই মাসলাকের সম্বন্ধ করা হয় তা এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা শত বছরেরও বেশি সময় থেকে ইসলামি জ্ঞান শিক্ষাদানের কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে সেখান থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ অনুভূত হওয়া আশ্চর্যের কিছু না।

এছাড়াও পরবর্তীতে উপমহাদেশের ভেতরে হাজারো এমন দীনি বিদ্যাপীঠ তৈরি হয়েছে যেগুলো দারুল উলুম দেওবন্দকেই নিজেদের উৎস ও উৎপত্তিস্থল হিসেবে স্বীকার করে। দারুল উলুম দেওবন্দের দিকেই নিজেদেরকে সম্বন্ধিত করে। আর এ সকল প্রতিষ্ঠানের ফুজালাদেরকে উলামায়ে দেওবন্দই বলা হয়।

এখন স্পষ্ট যে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লক্ষাধিক ফারেগিনের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে এমনটা বলা যাবে না যে, তিনি মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের সঠিক ভাষ্যকার। নির্দিষ্ট সিলেবাস-পদ্ধতি অথবা শৃঙ্খলায় আবদ্ধ এমন নিয়মতান্ত্রিক কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অধীনস্থ ছাত্রদের খেদমত এ পর্যন্তই আঞ্জাম দিতে পারে বা এতটুকুই তদারকি করতে পারে যতটুক প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি অনুমোদন করে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান কোনো ছাত্রের ব্যাপারে এতটুকু পরিপূর্ণ তদারকি করতে পারবে না যে, তারা একাকী হালতে মন-মস্তিষ্কে কী চিন্তা লালন করে বা ভবিষ্যতে তারা কোনদিকে পা বাড়াবে। বিশেষ করে প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মকানুনের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের কোনো সম্ভাবনাই বাকি থাকে না।

সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে এমন কিছু লোকও বের হয়ে মাঠে আসা স্বাভাবিক, যারা শিক্ষাগত দিক থেকে নিঃসন্দেহে দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক-মাশরাব অথবা মেজায-মাযাক থেকে তাদের ঐ চিরচেনা মেজায ও রুচিবোধ যা শুধু কিতাব থেকে অর্জিত হয় না তা তাদের সঠিকভাবে অর্জনের সুযোগ হয়নি।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাকের ভাষ্যকার নয়, কিন্তু শিক্ষাগত দিক বিবেচনায় দারুল উলুম দেওবন্দ অথবা অনুসারী অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের দিকে সম্বন্ধিত হওয়ার ভিত্তিতে কেউ কেউ তাদেরকে উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাকের ভাষ্যকার মনে করেন এবং তাদের সকল কথাবার্তাকে উলামায়ে দেওবন্দের দিকে সম্পৃক্ত করে ফেলেন।

তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিলেন, যারা উলামায়ে দেওবন্দের কিছু আকায়েদ ও চিন্তাধারার শুধু মূলোচ্ছেদ বা বিরোধিতা করেননি, বরং সেগুলোকে ভ্রষ্টতা পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে উলামায়ে দেওবন্দের ভাষ্যকার বলে বেড়াতেন। আবার অনেকে নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে উলামায়ে দেওবন্দের দিকে সম্বন্ধিত করেছেন। কেউ তো উলামায়ে দেওবন্দের সমন্বয়কারী ও মধ্যপন্থী আকিদা-বিশ্বাস থেকে শুধুমাত্র একটি অংশ নিয়েই একে 'দেওবন্দিয়াত' নামে চালিয়ে দিয়ে অন্যান্য অংশগুলো মুছে ফেলেছেন।

উদাহরণস্বরূপ কিছু লোক দেখেন যে, আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ প্রয়োজনের সময় সকল বাতিল দৃষ্টিভঙ্গির দলিলভিত্তিক জবাব দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। ব্যস! তারা এই জবাব দেওয়াকেই উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক সাব্যস্ত করে নিয়েছেন। তাদের ভাবখানা এমন যে, মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ শুধুমাত্র একটি নেতিবাচক আন্দোলনের নাম, যার মূল দস্তরে দীনের ইতিবাচক দিকের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই।

অতঃপর তারা ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনের পদ্ধতিতেও নানারকম দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন, যা প্রকার-প্রকরণের সীমানা অবধি সঠিক। কিন্তু কিছু লোক উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাককে শুধু নিজ কর্মপন্থায় সীমাবদ্ধ করে রাখেন। কেউ তো ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনের মূলনীতি গ্রহণ করেছেন ঠিকই তবে এতে উলামায়ে দেওবন্দ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তারা সেদিকে যথাযথ ভ্রুক্ষেপ করেন না।

আবার কারো কর্মপন্থায় এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে লাগল যে, মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ দুনিয়ার আনাচেকানাচে দৃষ্টিগোচর হওয়া বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকাসমূহের একটি, যাদের মতাদর্শ হচ্ছে, নিজেদের ঘরানার ব্যক্তির সকল ভুলই ক্ষমাযোগ্য ও আত্মপক্ষ সমর্থনযোগ্য। আর বাইরের লোকের সকল ভালো কাজও হিমশীতল করে দেওয়ার উপযোগী!

অথচ বাস্তবতায় মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ এ সমস্ত অপরিমিত অবস্থা থেকে শতভাগ পবিত্র। আর এই অভিযোগ এমন ব্যক্তিবর্গদের থেকে সাধারণ্যের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যারা নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাগতভাবে দারুল উলুম দেওবন্দ বা তার সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থাকলেও মাসলাক-মাশরাব ও চেতনা-রুচিবোধের ক্ষেত্রে তারা আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের ভাষ্যকার ছিলেন না। তারা এই পন্থা ও রুচিবোধ ঐ ধারাবাহিক পদ্ধতিতে অর্জন করেননি যা অর্জনের সঠিক পথ ছিল। যদিও দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ অবধি ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে এমন অপরিমিত পদ্ধতি অনুসরণকারীদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল বলে মনে হয়নি। তবে আকাবির উলামাদের তিরোধানের সাথে সাথে তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং বাস্তবতা সম্বন্ধে বেখবর মানুষজন তাদেরকে উলামায়ে দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত করতে লাগলেন।

সুতরাং এখন উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক, উৎসমূল, চিন্তাচেতনা ও রুচিবোধের ব্যাখ্যা করে একে সমন্বিতভাবে বিন্যস্ত ও সঙ্কলন করা দরকার যে, পরবর্তীতে আর কোনো মতানৈক্য বা সন্দেহ তৈরি না হয়।

উক্ত বিন্যস্তকরণ ও সঙ্কলনের জন্য এই শেষযুগে নিঃসন্দেহে হাকিমুল ইসলাম হজরত মাওলানা কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব কুদ্দিসা সিররুহ থেকে অধিকতর উপযুক্ত আর কেউ হতে পারেন না। হজরত কারি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ না শুধু অর্ধশত বছরের বেশি সময় দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন, বরং তিনি সরাসরি ঐসব আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ থেকে ফয়েজ হাসিল করেছেন, যারা কোনো মতানৈক্য ছাড়াই মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের বাস্তব তরজুমান ছিলেন।

তিনি শায়খুল হিন্দ হজরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব, হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি, ইমামুল আসর হজরত মাওলানা সায়্যিদ আনোয়ার শাহ সাহেব কাশমিরি এবং মুফতিয়ে আজম হজরত মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমান সাহেব রাহিমাহুমুল্লাহর মতো ইলমের দুর্গসমূহ থেকে শুধু নিয়মমাফিক ছাত্রত্বের সৌভাগ্য অর্জন করেননি, বরং দীর্ঘসময় তাদের খেদমত ও সুহবতে ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে তাদের মেজায-মাযাকের খুশবো অস্থিমজ্জায় লালন করেছেন।

রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে হজরতের সাথে কারো যতই মতভিন্নতা থাকুক না কেন, কিন্তু এতে কারো দ্বিমত পোষণ করা অসম্ভব যে, এই শেষযুগে তিনি মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ভাষ্যকার ছিলেন।

সুতরাং উল্লিখিত দুই কারণে যখনই মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের ব্যাখ্যা বিবরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখন সবার দৃষ্টি হজরত কারি সাহেবের দিকেই নিবদ্ধ হয়েছে। সময়ের প্রয়োজন অনুভব করে তিনি এই বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন বা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বিস্তারিত প্রবন্ধ একেই মনে করা হয় যা "মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ" নামে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু যেমনটা হজরত নিজে এই কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন ঐসব প্রবন্ধ অন্য কোনো বিষয়বস্তুর অংশবিশেষ হিসেবে লিখিত হয়েছিল, যেগুলোর মূল আলোচ্যবিষয় সরাসরি মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ছিল না। আর এ কথা স্পষ্ট যে, কোনো আলোচ্যবিষয়ের শাস্ত্রীয় আলোচনায় এ ধরনের ওজাহাত সম্ভব নয় যা একে সরাসরি উদ্দেশ্য বানিয়ে লেখার মাধ্যমে হয়।

অতএব, কারি সাহেব এই প্রয়োজন উপলব্ধি করে জীবনের শেষ দিনগুলোতে সবিস্তারে একটি কিতাব সঙ্কলন করেন, যা এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে। আফসোস! কিতাবখানা হজরতের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। হজরত জীবনের শেষ দিনগুলোতে যেসব কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন সম্ভবত সেসবের ঝামেলায় এই মূল্যবান রত্নভাণ্ডার প্রকাশের মুখ দেখানোর সুযোগ পাননি। তাই কিতাবটি পাণ্ডুলিপির আকৃতিতেই পড়েছিল।

অবশেষে হজরতের রেখে যাওয়া পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই মহামূল্যবান পাণ্ডুলিপিও পরিবার-পরিজনের হস্তগত হয়। তারা পাকিস্তানে আমার প্রিয় ভাই মাওলানা মাহমুদ আশরাফ উসমানিকে (মুহাদ্দিস, জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর) এটি ছাপানোর অনুমতি প্রদান করেন। এভাবেই হেকমত ও মারিফতের এই ভাণ্ডার প্রথমবারের মতো তারই মালিকানাধীন প্রকাশনী "এদ্বারায়ে ইসলামিয়াত" থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

কিতাবের পটভূমি তো আমি বর্ণনা করে দিলোম, কিন্তু যে পর্যন্ত

আলোচ্যবিষয়ের সম্পর্ক সে বিষয়ে আমি অধমের কিছু বলা সূর্যকে চেরাগবাতি দেখানোর নামান্তর। ঘ্রাণে মুখরিত এই মেশক এখন খোদ আপনাদের হাতে। সুতরাং এখন আর কোনো আতর বিক্রেতা একে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

তবে সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, এতে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের ফিকির-আমল থেকে ছড়ানো মাসলাক-মাশরাব ও মেজায-মাযাকের খুশবোই স্থান পেয়েছে। আর তা হজরত কারি সাহেবের মন ও মস্তিষ্ক আত্মস্থ করে শব্দ ও চিত্রের রূপ দিয়েছে। তিনি উলামায়ে দেওবন্দের ফিকির-আমলকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, আর কোনো দ্বিধা-সংশয় বাকি থাকেনি।

> لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ
> অর্থ: যাতে সে সব লোক নিহত হওয়ার ছিল প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বাঁচার ছিল তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর।[১]

বেশি কিছু বলে আমি আপনাদের ও কিতাবের মধ্যখানে অধিক বাধা হতে চাই না। শুধু এটুকুই বলব যে, "কোনো শিক্ষিত মুসলমান বিশেষ করে মাদরাসার উস্তাদ বা তালিবে ইলমের জন্য বক্ষ্যমান বইটি পাঠ করা থেকে মাহরুম থাকা উচিত নয়, বরং দীনি মাদরাসাসমূহে এটির অধ্যয়ন বা পাঠদান নেসাবভুক্ত হওয়া উচিত।"

দুআ করি আল্লাহ তাআলা যেন বইটির মাধ্যমে মুসলমানদের বেশি থেকে বেশি উপকার পৌঁছান এবং একে লেখক রাহি., তার পরিবার-পরিজন এবং প্রকাশকগণের আখেরাতের পুঁজি হিসেবে কবুল করেন! আমিন।

১. সুরা আনফাল: ৪২।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।

(সুরা বাকারা: ১৪৩)